মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি ।
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।
পুজারী দুয়ার খোলো ।
ক্ষুদার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার মহল হল !'
স্বপন দেখিয়া আকুল পুজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার ভরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুদায় কণ্ঠ ক্ষীণ-
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিত সাত দিন !'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমিররাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুদার মানিক জ্বলে !
ভুখারি হুঙ্কারি' কয়,
'ঐ মন্দির পুজারী, হায় দেবতা, তোমার নয় !'
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গে-ভাগাড়ে গিয়ে ! নমাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারি কহিল, 'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল-'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে-
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !'
কোথা চেঙ্গিস, গজনি মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় !

(সংক্ষেপিত)